কর থেকে অব্যহতি দিয়ে তাদের সহযোগিতা আদায় করেছিল। ইংলন্ডের রাজতন্ত্র পার্লামেন্টকে গুরুত্ব দিয়ে অভিজাতদের সমর্থন পেয়েছিল। অষ্টম হেনরি ও প্রথম ফ্রান্সিস উভয়ে স্বৈরাচারী ছিলেন, উভয়ে অভিজাততন্ত্রের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। রেনেশাঁস রাজতন্ত্র ছিল যুগ সন্ধিক্ষণের প্রতিষ্ঠান, পুরনো ও নতুনের মিশ্রনে এটি গঠিত হয়। ১৫৬০ খ্রি. নাগাদ রাজ্যের সংহতিসাধন, প্রশাসনিক কেন্দ্রিকরণ এবং রাজশক্তির প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। সরকারের হাতে প্রচুর ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত হয়েছিল। ফ্রান্স, স্পেন ও ইংলন্ডের রাজারা আইন প্রণয়ন, শাসন,আমলাতন্ত্র গঠন, কর ধার্য, যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি স্থাপন, মুদ্রা ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে নতুন সার্বভৌম রাজতন্ত্র গড়ে তুলেছিল, এই রাজতন্ত্রের সঙ্গে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রের মিল নেই। এদের নয়া রাজতন্ত্র বলা হয়েছে কারণ এদের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল নতুন ধরনের, তবে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ তখনো কিছু ছিল। এই ভিত্তির ওপর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে সার্বভৌম শক্তিশালী রাজতন্ত্রগুলি গড়ে উঠেছিল।

১১.৪ টিউডর বিপ্লব

জি. আর এলটন তাঁর *টিউডর রেভোল্যুশন ইন গভর্নমেন্ট* গ্রন্থে জানিয়েছেন ষোড়শ শতকের ইংলন্ডে আধুনিক সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এটি ছিল এক ধরনের বিপ্লব, আর এই

Scanned with CamScanner

বিপ্লবের তাত্ত্বিক নেতা হলেন টমাস ক্রমওয়েল। ক্রমওয়েল ১৫৩২-৪০ খ্রি. পর্যন্ত রাজা অষ্টম হেনরির প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। এই পর্বে স্বাধীন সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্র, ধর্ম নিরপেক্ষ আইনের শাসন, চার্চের ওপর রাজার কর্তৃত্ব, রাজা ও পার্লামেন্টের নতুন মর্যাদা ও স্থায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হয়। রাজা ও চার্চের মধ্যে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। বিশ্বজনীন খ্রিস্টান অনুশাসনের ওপর পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহিত আইন আধিপত্য লাভ করে। টমাস ক্রমওয়েল হলেন ইংলন্ডের আধুনিক নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা, স্থায়ী আমলাতন্ত্রের স্রষ্টা। এ.এল. রাউস (Rowse) টমাস ক্রমওয়েলকে আধুনিক কালের সাম্যবাদী বিপ্লবী লেনিনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। টিউডর বিপ্লবের মহত্তম বৈশিষ্ট্য হল জাতীয় সার্বভৌমত্ব ধারণার প্রতিষ্ঠা। রিফরমেশন পার্লামেন্টে অ্যাক্ট অব সুপ্রিমেসির (১৫৩৩) মুখবন্ধে ক্রমওয়েল এই ধারণাটির প্রবর্তন করেন। এই প্রস্তাবনায় তিনি ইংলন্ডকে একটি সার্বভৌম সাম্রাজ্য বলে ঘোষণা করেন। এই সাম্রাজ্যের অর্থ হল একটি স্বয়ংশাসিত স্বাধীন রাষ্ট্র যার প্রধান রাজা হলেন সব ধর্মীয় ও ধর্ম-নিরপেক্ষ সামাজিক গোষ্ঠির রাজনৈতিক প্রভু। ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সাম্রাজ্যের মধ্যে বসবাসকারী সব নাগরিকদের তিনি হলেন বিচারক। বাইরের কোনো শক্তি ইংলন্ডের কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেপারে না, কারণ রাজার ওপর এই পৃথিবীতে কোনো শক্তি নেই। ইংলন্ড থেকে কোনো আপিল মামলা বাইরের কোনো আদালতে যেতে পারে না। দ্ব্যর্থহীনভাবে ক্রমওয়েল ইংলন্ডের জাতীয় সার্বভৌমত্বের কথা বলেছেন। জাতীয় রাজনীতিতে রাজাকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়, সমস্ত শ্রেণীর নাগরিকদের রাজার প্রতি আনুগত্য আবশ্যিক বলে ঘোষিত হয়।

টমাস ক্রমওয়েল ইংলন্ডের চার্চের ওপর রাজার পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইংলন্ডের চার্চের ওপর পোপের যে আধিপত্য ছিল তা পুরোপুরি বাতিল হয়ে যায়। রাজা হন চার্চের প্রধান। ইংলন্ডের চার্চের ওপর রাজার ক্ষমতার দুটি দিক ছিল— প্রাশাসনিক ও ধর্মীয়। রাজা অষ্টম হেনরি চার্চের ওপর প্রশাসনিক কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নেন, কর স্থাপন, যাজকদের নিয়োগ, বিচার ও আইনের তদারকি রাজার হাতে চলে আসে। তবে রাজা চার্চের ওপর প্রধান ধর্মাধিকারীর ভূমিকা নেননি। রাজার নতুন ক্ষমতার ভিত্তি হল দৈবানুগ্রহ ও পুরনো প্রথা। ইতিহাস ও বাইবেল অনুযায়ী রাজা হলেন চার্চের প্রশাসনিক প্রধান। মধ্যযুগে পোপরা রাজার এই ক্ষমতা অপহরণ করেন, রিফরমেশন-পার্লামেন্ট রাজার পুরনো ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেছে। পার্লামেন্ট এই ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে রাজার সঙ্গে সহযোগিতা করেছে, রাজা ও ক্রমওয়েল মনে করেন চার্চের ওপর রাজার কর্তৃত্ব ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান, এই কর্তৃত্বের সঙ্গে পার্লামেন্টের কোনো সম্পর্ক নেই। চার্চের প্রধান হিসেবে তিনি তার নীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনা করার অধিকারী হন। চার্চ পরিচালনার জন্য তিনি প্রতিনিধি নিযুক্ত করার অধিকারী হন। রিফরমেশনের সময় অষ্টম হেনরি টমাস ক্রমওয়েলকে চার্চের পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। চার্চের কনভোকেশন বা পার্লামেন্টের এ ব্যাপারে কোনো ভূমিকা ছিল না। চার্চের ওপর পোপের যে ধরনের কর্তৃত্ব ছিল ক্রমওয়েল রাজাকে সেই ধরনের ক্ষমতা দেন।

ষোড়শ শতকের তিরিশের দশকে রাজা, হাউস অব কমন্স ও লর্ড সভা যৌথভাবে অনেকগুলি আইন পাশ করেছিল। এই সব আইনে দুটি অংশ ছিল— প্রস্তাবনা ও মূল বক্তব্য

Scanned with CamScanner

এই প্রস্তাবনাগুলিতে ক্রমওয়েল বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন, দ্বিতীয় অংশে বৈপ্লবিক চিন্তা-ভাবনাকে কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ক্রমওয়েল কখনো স্বীকার করেননি যে পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত আইন রাজকর্তৃত্বের সৃষ্টি করেছে। তাঁর মতে, রাজার কর্তৃত্ব হল ঈশ্বরের প্রদত্ত, পার্লামেন্ট গৃহীত আইন এই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছে। টিউডর রাজাদের স্থায়ী বেতনভুক সৈন্য বা আমলাতন্ত্র ছিল না, এজন্য রাজার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় পার্লামেন্টের সহযোগিতা ছিল অপরিহার্য। ইংলন্ডে রাজকীয় ঘোষণা পার্লামেন্টের আইনের মতো মর্যাদা পেত না। টিউডর বিপ্লব পার্লামেন্টের আইনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। পার্লামেন্টে গৃহীত আইন হল সার্বভৌম, জাতীয় জীবনের সর্বত্র তা হল প্রযোজ্য। ক্রমওয়েল হলেন প্রথম রাষ্ট্রনেতা যিনি পার্লামেন্টারি আইনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন পার্লামেন্টারি আইনের সাহায্যে জাতীয় জীবনে বিপ্লব ঘটানো যায়। শুধু পোপের কর্তৃত্ব থেকে নয়, সব রকম ধর্মীয় আইন ও স্বাভাবিক আইনের বন্ধন থেকে রাজা ও জাতি মুক্তি পেয়েছিল। ইংলন্ডের বিচারকরা পার্লামেন্টে গৃহীত আইনকে প্রাধান্য দেন। ক্রমওয়েল সর্বক্ষেত্রে পার্লামেন্টারি আইনের প্রাধান্য তুলে ধরেন, এমনকী রাজকীয় আদেশগুলিকে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য তিনি পার্লামেন্টের অনুমোদন নেন।

পার্লামেন্টারি আইনের প্রাধান্যের অর্থ হল পার্লামেন্টের প্রাধান্য। রিফরমেশনের আইনগুলি পাশ করতে ক্রমওয়েলের কোনো অসুবিধা হয়নি কারণ ধর্মীয় প্রশ্নে বেশিরভাগ সদস্য রাজার নীতির সঙ্গে সহমত ছিলেন। লর্ড সভার বিরোধিতা ছিল না। ক্রমওয়েল নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করে রাজার নীতি সমর্থকদের নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা করতেন। তবে পার্লামেন্টের সদস্যরা সব সময় রাজার প্রস্তাব গ্রহণ করত না, রাজা ও ক্রমওয়েল নানাভাবে পার্লামেন্টকে প্রভাবিত করতেন। মন্ত্রীরা রাজার নীতির পক্ষে সমর্থন যোগাড় করতেন, স্পীকার সাধারণত রাজার মনোনীতি ব্যক্তি হতেন। এসব সত্ত্বেও পার্লামেন্টের প্রভাব অনেকখানি বেড়ে যায়। পার্লামেন্টারি কাজকর্মের পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল, রাজা নিয়মিতভাবে পার্লামেন্টে উপস্থিত হতেন। তিনি যে পার্লামেন্টের অচ্ছেদ্য অঙ্গ তা প্রায়ই ঘোষণা করতেন। রিফরমেশনের সময় থেকে পার্লামেন্টের মধ্যে কমন্সের গুরুত্ব বেড়েছিল। কমন্স নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল, কমন্স মাঝে মাঝে বিচারকের ভূমিকা নিত। বংশানুক্রমিক জমিদার ও যাজকদের নিয়ে গঠিত লর্ড সভার গুরুত্ব কমেছিল। এই সময় থেকে পার্লামেন্টারি কমিটিগুলি কাজ করতে থাকে।

টমাস ক্রমওয়েল নতুন করে সরকারি প্রশাসন যন্ত্রকে গড়ে তোলেন। এজন্য এলটন টিউডর রাজতন্ত্রকে নব রাজতন্ত্র বলে উল্লেখ করেছেন। নতুন ব্যবস্থার দুই প্রধান অঙ্গ হল পার্লামেন্ট ও স্থায়ী আমলাতন্ত্র। ক্রমওয়েল 'প্রাসাদ শাসনের' পরিবর্তে জাতীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। রিফরমেশনের আগে রাজা ও তার প্রাসাদ কর্মচারীরা ছিলেন প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু, ক্রমওয়েল এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে দেন। তিনি প্রশাসনের কেন্দ্রে স্থাপন করেন মন্ত্রীসভাকে। ক্রমওয়েল মন্ত্রীদের কয়েকজনকে নিয়ে গঠন করেন প্রিভিকাউন্সিল। রাজার উনিশ জন মন্ত্রী ছিলেন, এরা বিভিন্ন বিভাগের প্রধান হন। রাষ্ট্রদূতদের গ্রহণ, রাজাদেশের খসড়া রচনা, বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা ইত্যাদি কাজ এরা পরিচালনা করতেন। ক্রমওয়েল রাজার সচিবালয় গঠন করেন। প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পদ তৈরি করে ক্রমওয়েল নিজেই ঐ

Scanned with CamScanner

পদ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে এলিজাবেথের সেক্রেটারিরা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

ক্রমওয়েল রাজার অর্থনৈতিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। রাজার অর্থনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনা করত প্রাসাদের সার্ভেয়ার ও ট্রেজাররা। ১৫৩৪ খ্রি. থেকে ক্রমওয়েল অর্থবিভাগে নতুন পদ তৈরি করতে থাকেন। চার্চের কর ব্যবস্থা তদারকির জন্য নতুন কোষাধ্যক্ষের পদ তৈরি হয়। রাজস্ব সংক্রান্ত মামলাগুলি মীমাংসার জন্য তিনি রাজস্ব আদালত গঠন করেন। রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি বিভাগটিকে ছয় ভাগে ভাগ করেন। এই ছটি বিভাগ হল এক্সচেকার, ল্যাঙ্কাস্টারের রাজস্ব দপ্তর, জেনারেল সার্ভেয়ারের দপ্তর, মঠ বিভাগ, চার্চ বিভাগ ও কোর্ট অব ওয়ার্ডস (অপ্রাপ্ত বয়স্ক জমিদারদের জমিদারি তদারকি বিভাগ)। নতুন প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে ক্রমওয়েল রাজার অর্থবিভাগের পুনর্গঠন করেন। তবে একথা ঠিক তার পক্ষে সব ত্রুটি দূর করা সম্ভব হয়নি, তবে তার সংস্কারের ফলে রাজার আয় দুগুণ বেড়ে যায়। মুদ্রাস্ফীতির যুগেও যুদ্ধের সময় ছাড়া রাজাকে আর্থিক সংকটে পড়তে হয়নি।

ক্রমওয়েল ইংলন্ডের স্থানীয় শাসনের পুনর্গঠন করেন। রাজনৈতিক কারণে উত্তর ইংলন্ডের জমিদাররা এবং অর্থনৈতিক কারণে সাধারণ মানুষ অশান্ত হয়ে উঠেছিল, সাধারণ মানুষের ওপর করভার বেশি ছিল, ঘেরাও আন্দোলন (enclosure) চলেছিল। এসব সমস্যা নিয়ে উত্তর ইংলন্ডে পিলগ্রিমেজ অব গ্রেস নামে কৃষক আন্দোলন হয়। সরকার এই আন্দোলন দমন করে উত্তরের কাউন্সিলকে নতুন করে গড়ে তুলেছিল। এই কাউন্সিলকে প্রশাসনিক ও বিচার বিষয়ক ক্ষমতা দেওয়া হয়, রাজার জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব থেকে কাউন্সিল অব্যাহতি পায়। ক্রমওয়েলের এই ব্যবস্থা স্থায়ী হয়েছিল, উত্তর ইংলন্ডে শৃঙ্খলা ফিরে এসেছিল। স্কটল্যান্ডের ওয়েলস প্রদেশে প্রায়ই গোলযোগ হত, পুরনো কাউন্সিল এখানে শান্তি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ক্রমওয়েল এই অঞ্চলের অশান্তি দূর করার জন্য একটি নতুন কাউন্সিল গঠন করেন। ওয়েলস প্রদেশটি ইংলন্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, নতুন কাউন্সিল জমিদারদের উৎপীড়ন থেকে দরিদ্র কৃষকদের রক্ষার দায়িত্ব পেয়েছিল। পশ্চিম ইংলন্ডে ক্রমওয়েল তৃতীয় কাউন্সিলটি গঠন করেন, সম্ভবত বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য এই কাউন্সিল গঠন করা হয়।

ক্রমওয়েল ইংলন্ডে জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। মধ্যযুগের প্রচলিত ধারণা হল রাষ্ট্র রাজার সম্পত্তি, রাজা ও প্রাসাদ কর্মচারীরা এর শাসন পরিচালনা করেন। ক্রমওয়েল এই ধারণার অবসান ঘটিয়েছিলেন। ক্রমওয়েল ইংলন্ডের জাতীয় সত্তার প্রতিষ্ঠা করেন, গড়ে ওঠে জাতীয় প্রশাসন। পোপের কর্তৃত্বের অবসান ঘটে। সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের পথে ইংলন্ড এগিয়ে গিয়েছিল।

Scanned with CamScanner